© Modondeb

ইশরাত

মদনদেব

ইশরাত কে সে পছন্দ করে।
কিন্তু সবসময় একটা কিছু ভুল হয় তাই বলা হয় না।
তাকে নিয়ে তার স্বপ্ন।
যখন ইশরাত এর কথা ভাবে তখণ ই ওর সাথে দেখা হয়।
একবার তার মন খারাপ।
ইশরাত এর জন্য সে অপেক্ষা করে।
কারন ইশরাত এখনই নামবে।
ইশরাত কে আমি দেখছি সেই ছোটবেলা থেকে। যখণ সে তার ছোট ভাই কে নিয়ে বিকালে ঘুরতে বের হতো সেই ছোটেবেলা থেকে। আমি তখন বেশী না ইন্টারমিডিয়েট দিব দিব করছি। সে তখন স্কুলে পড়ে আর আমিও পিচ্চি দের দিকে খুব একটা মনোযোগী ছিলাম না। এরপর আমার বাসা বদলে গেল। আমি নতুন যে বাসায় উঠলাম কি অদ্ভুতভাবে ইশরাত রাও সেখানে চলে এলো। এখন কিন্তু কলেজে পড়ে আর আমি কিন্তু ততদিনে বি বি এ পড়া শুরু করলাম। এখন ও ইশরাত কে আগের মত পোলাপান ভেবে দেখার চেষ্টা করতে থাকি। দেখা হলে পড়াশোনার খবর নেয়া ছাড়া আর কিছুই করি না। তো সেদিন বাজার করে এসে দুই হাতে তরিতরকারি নিয়ে লিফটের জন্য অপেক্ষা করছি এই সময়ে সে ভার্সিটি থেকে ফিরে এলো। আমি আগের মতই পড়াশোনার অবস্থা জানতে চাইলাম। তারপর নিজের বাজারের ব্যগ দেখিয়ে বললাম বাজার করে আনলাম, ভাব অনেকটা বিশ্ব জয় করে এলাম! এরপর ইশরাত হেসে ফেললো। ওর হাসি দেখে আমি মুগ্ধ... সে হাসলে এত সুন্দর! বাসায় এসে একটু যখন রেস্ট নেয়ার জন্য আধশোয়া হয়ে আছি তখন চোখ বুজতেই ওর হাসি টা ভেসে উঠলো। না! মেয়েদের হাসি ভয়াবহ জিনিস!

এরপর থেকে ইশরাত কে দেখলেই আমার কেমন হিন্দি সিনেমার মত দিল ধাক ধাক করতে থাকে। আমি যতই ওর সাথে ফরমাল আর নরমাল কথাবার্তা বলার চেষ্টা করি মনে হয় সে বুঝে ফেলেছে সবকিছু। ওর কথা শূনতে এখন আমার অপূর্ব লাগে। ওর কন্ঠস্বর শুনে মনে হয় কি সুন্দর! সে যখন চোখ ঘুরিয়ে তাকায় আমি তলে তলে আমার precious heartbeat মিস করতে থাকি। একদিন আকাশ মেঘলা আমি যখন বাসায় ফিরছি তখন ই বৃষ্টি চলে এলো। আমি অধিকাংশ সময় ছাতা না নিয়ে বের হই। কিন্তু সেদিন আমার ব্যগ এ ছাতা ছিল। আমি বীরদর্পে জিনিসটা বের করে হন হন করে হেটে বাসায় যাচ্ছি। হঠাৎ করেই পাশে ইরাত কে আবিষ্কার করলাম সে চুপচাপ ভিজতে ভিজতে হেটে যাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম- মেয়েরা কখন ও ছাতা না নিয়ে বাসা থেকে বের হয় না, বিশেষ করে বর্ষাকালে। আর ইশরাতের মত কেউ তো এ কাজ করবে না। কিন্তু ও যেভাবে তন্ময় হয়ে হেটে যাচ্ছে তাতে ওকে ডাক দিয়ে ওর ঘোর ভাঙাতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু আর বোধহয় থামানো গেল না নিজেকে। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম আমাদের পাড়ার অতি চেনা পাগলটা এদিকে আসছে এবং যথারীতি ইশরাত খেয়াল করছে না। আমি এতবড় চান্স মিস করলাম না।
ইশরাত এদিকে চলে আসো।
সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু চমকে গেল। আমি চোখ দিয়ে সামনের অবস্থা দেখালাম ওকে। এরপরে

© Modondeb

মোটামুটি বাংলা সিনেমার মত আমি আর ইশরাত বৃষ্টির মাঝে এক ছাতার নীচে হাটিশ পিটিশ করে হাটতে লাগলাম। ঘটনার পরিপূর্নতা দিতে একটু পরেই আমার পিতৃদেব চলে এলেন ঘটনাস্থলে। উনি আসলে বাজার করে ফিরছিলেন। আমার সমাজসেবার নমুনা দেখলেন এবং হেসে বাসায় চলে গেলেন। আমি কয়েকশ রকমের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে বাসায় ফিরলাম। ইশু কেমন করে যেন হাসছিল যখন আমার পাশে চুপচাপ হাটছিল। এদিকে আমার সেমিস্টার ফাইনাল চলে এলো। আমি সবসময় পড়া জমিয়ে রাখি আর পরীক্ষার আগে হয়ে যায় মাথা খারাপ অবস্থা। পরীক্ষার আগের রাতে আমার তো পুরাপুরি আউলা লেগে যায়। পারলে মাথায় পানি ঢালি আর কি! সাথে এবার যোগ হয়েছে ইশরাত বিষয়ক চিন্তাভাবনা। সব মিলে আমার মাথায় প্রলয় কান্ড। পড়তে পড়তে মাথায় বিভিন্ন রকম চিন্তা আর স্বপ্ন চলে আসে।ইশরাত এখন কি করছে? কিংবা ইশরাত এর সাথে বিয়ে হলে জীবন টা কিভাবে পাল্টে যাবে-- এই ধরনের উচ্চ মার্গের চিন্তা করতে গিয়ে আমার প্রথম পরীক্ষা যার কোর্স নাম্বার ৩০১- সেটা গেল খারাপ হয়ে। এরপর তওবা করলাম - যে ইশরাত সংক্রান্ত ভাবনা আপাতত বন্ধ করতে হবে। পরীক্ষার পরে যা করার করবো। কিন্তু চাইলেই কি সব কিছু করা যায়। তারপরেও আমি ব্যপক যুদ্ধ বিগ্রহ করে কোন রকমর বৈতরনী পার হলুম। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পেয়ে বসলো আলসেমী তে। ভাবলাম একটু অপেক্ষা করি তারপর ওকে প্রপোজ করি। কিন্ত ধীরে ধীরে আমার প্রপোজ করার ইচ্ছা এত বেড়ে গেল যে আমার যখন তখন অবস্থা। আমি সবসময় ভেবে রেখেছি যে ওকে প্রপোজ যদি করতেই হয় তাহলে খুব সুন্দর একটা নদীর পাড়ে কোন এক গাছের নীচে বসে বলে ফেলবো। কিন্তু নদী বা গাছতলা মনে হচ্ছে দূর অস্ত। এদিকে নিজের ভেতরে তো টাইম বোমা টিক টিক করছে। সব মিলিয়ে কেমন গুবলেট অবস্থা। আমাকে উদ্ধার করতে এই সময়ে কুমিল্লা থেকে পিনু খালা চলে এলেন। পিনু খালা আমার চেয়ে বছর ছয়েক বড়। কিন্তু প্রেম ভালোবাসার ব্যপারে তার ব্যপক গবেষনা আছে। আমার তো মনে হয় ওনার এলাকার জুনিয়র মেয়েরা ওনার কাছেই আসে এই জাতীয় সমস্যায় পড়লে। আমি যদিও তাকে খালা বলি কিন্তু সে আসলে কিভাবে কিভাবে অমার বন্ধু র মতই। এবার কিন্তু বাসায় আসার একটু পরেই উনি আমাকে একটু একা পেয়ে জানতে চাইলেন রাজকন্যা টা কে?

আমি ব্যপক লজ্জা পয়ে গেলাম।

ছি! ছি! কি বলো এইসব।

খালা বেশি দেরী করলেন না। আমার অনেক বইয়ের আড়াল থেকে ডাইরীটা বের করে ফেললেন। আমি বুঝলাম থলের বিড়াল বের হতে বেশী দেরী নেই। উনি ডাইরীর একটা জায়গা খুলে পড়তে লাগলেন

সুপ্ত তুমি

জোছনা জোছনা।

আমি চুপচাপ দাড়িয়ে আছি। বললাম হইছে আর পড়া লাগবে না! তা এই সুপ্তি টা কে? আমি বললাম নাম সুপ্তি না ইশরাত। খালা বললেন ও ই যে মেয়েটা চারতলায় থাকে? আমি চেঁচিয়ে উঠলাম তুমি চিনলা কিভাবে। উনি মহা আতেল ভাব দেখালেন অনেকটা উনি সবকিছুই জানেন। এদিকে ইশরাত কে ভেবে ভেবে আমি পুরাপুরি দিওয়ানা হয়ে গেলাম। চোখ বুজলেই ওকে হাসতে দেখি। এই হাসি চোখ খুলেই সারাজীবন দেখতে হবে ঠিক করলাম। একদিন ওর বাসায় ফোন করি। কিন্তু ফোন ধরলো ওর ছোট বোন। আমি পরে ফোন করবো বলে রেখে দেই। একটু পরে যখন ফোন করলাম ধরলো ওর বাপ। আমাকে একেবারে পুলিশি জেরা করে ছাড়লো। তারপরেও আমি দমে গেলাম না। এর পরের বার ইশরাত আমার ইশু কে ফোনে পেয়ে গেলাম। ও ফোন রিসিভ করে হ্যালো বলার পরেই আমি বলে ফেললাম ঈশরাত I LOVE U. I WAS BORN SO THAT I COULD LOVE U. I WANT U TO BE MY BRIDE.

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে আমি বিরাম নিলাম। একটু পরে গম্ভীর গলায় ইশরাত বলে উঠলো শোন ছেলে আমি ইশরাত এর আম্মা। আমি নিজের কান কে বিশ্বাস করতে পারলাম না। বললাম ইশু ফাইজলামী কোর না। জবাব এলো ফাজলেমি কে করলো এটা তোমার বাবা ই তোমাকে বলে দেবে। আমার বুকে একটা ধাক্কা

© Modondeb

লাগলো। আসলেও তো ইশরাতের গলা এত গম্ভীর তো না! আমি SORRY AUNTY.. বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেল্লাম। BUFFER দেয়ার জন্য বল্লাম আন্টি আমি আসলে ইশরাতের সাথে জোক করছিলাম।
যাই হোক এই কেলেঙ্কারীর পর আমার উত্তাল হৃদয় ঠান্ডা মেরে গেল। আমার বাবা বাসায় এলেই ভয়ে জোকের মত সিঁটিয়ে থাকি কখন তার রুমে ডাক পরে। একদিন ডাক পড়লো।
নিজের বিয়ের চিন্তাভাবনা কি নিজের হাতেই নিয়ে নিলে?
আমি কোন কথা বলি না চুপচাপ আরেক দিকে তাকিয়া থাকি
কথার উত্তর দাও-- বাবা চেচিঁয়ে উঠলেন।
আমি বললাম বাবা তোমার কথা বুঝতে পারছি না।
এখন বুঝবে না কালকে থেকে বুঝতে পারবে।
কালকে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় যখন বাবা র কাছে টাকা চাইতে গেলাম নিজের কাছে কেমন বাধো বাধো ঠেকলো। আসলে ব্যপার হলো আমার বয়স তো একেবারে কম না। এই বয়সে বন্ধু বান্ধব অনেকেই টিউশনি করে অন্তত নিজের হাতখরচটা চালিয়ে নেয় আর আমি। horrible!

ইশরাতের চুলের মাঝে আমি মুখ ডুবিয়ে দেই। আমার মনে হয় আমি বুঝি মরে গেছি। মনে হয় এখন মরে গেলেও কোন আফসোস থাকবে না। ইশরাতের জন্য আমার ভেতরটা আউলা হয়ে যায়। মনে হয় সারাক্ষন ওর দিকে তাকিয়ে থাকি, মনে সারাদিন ওর সাথে কথা বলি, জীবনভর ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকি।

কিন্তু আমার মনের মাঝে খারাপ আশঙ্কা রয়ে যায়। এতো বেশী করে কোন কিছু চাওয়ার পর না পাওয়ার ভয়টা যেভাবে কাজ করে। একদিন এক আজব স্বপ্ন দেখি দেখতে পাই ইশুর র প্রচন্ড জ্বর, সে খুব জ্বর নিয়ে শুয়ে আছে। আমি কোন এক কারনে ওর কাছে যেতে পারছি না কিন্তু আমার বুকের ভেতরটা ভেঙেচুরে যেতে থাকে ওর কাছে যাওয়ার জন্য। স্বপ্নটা একসময় ভেঙে যায় কিন্তু আমার মনটা ভারী হয়ে থাকে সারাদিন। ইশুর জন্য একটু পরপর কান্না পায়। আমি অবাক হয়ে ভাবতে থাকি এ কি হচ্ছে আমার। কয়দিন আগেও তো ফ্যন্টম আর চাচা চৌধুরী পড়ে ভালো দিন কাটছিল। এখন সারাদিন যে যন্ত্রনা নিয়ে ঘোরাফেরা করছি তার তো কোন তুলান নেই!

একদিন পড়াশুনার কাজে ইশরাতের বাসায় গেলাম। যখন সে আমাকে বিদায় দিবে তখন হঠাৎ আমি ওর দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকলাম তারপর আমার কি যেন হলো আমি ওর গালে আমার ঠোঁট ছোয়ালাম। সে হেসে ফেললো। আমিও হেসে ফেললাম আসলে গালে ঠোঁট ছোয়ানোর বয়স পেরিয়ে গেছে! হাসিটা এইজন্য। আমার ডান হাতটা ইশরাতের গালে ছোয়ালাম। ইশরাত অন্ধকার চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকালো। আমার ঠোঁট যখন ওর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওর চোখ তখন বন্ধ। ওর ঠোঁটটা ভেজা লাগছিল। এটুকুই এখন মনে আছে। আর ও চোখ খুলে যখন আমার দিকে তাকালো আমার পৃথিবী বদলে গেল।

www.nilmirjon.com